সংবাদ

তারিখ 4 MAR 2009
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

যশোর ছাত্রলীগ অছাত্রদের নেতৃত্বে থাকায় দু'গ্রুপ মুখোমুখি

যশোর অফিস

যশোর জেলা ছাত্রলীগ চলছে অছাত্রদের নেতৃত্বে। তার ওপর কমিটির মেয়াদ পেরিয়ে গেছে সাত বছর। গঠনতন্ত্রবিরোধী মেয়াদোত্তীর্ণ অছাত্র নেতৃত্ব প্রকৃত ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। তাই ছাত্র সংগঠনটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। এ নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্বে দু'গ্রুপ এখন মুখোমুখি অবস্থানে। যশোর জেলা ছাত্রলীগের ১০১ সদস্যের কমিটি গঠিত হয় ২০০২ সালে। সভাপতি নির্বাচিত হন সুখেন মজুমদার। মাহবুবুল হক মাহবুব হন সাধারণ সম্পাদক। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কমিটির মেয়াদ এক বছর হলেও গত সাত বছরেও নতুন কমিটি গঠিত হয়নি। এতে সংগঠনিক বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে সভাপতি সুখেন মজুমদারের ছাত্রত্ব ঘোচা ছাড়াও তিনি বিয়ে-সাদি করে সংসার পেতেছেন। সন্তানের পিতাও হয়েছেন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিবাহিতদের ছাত্রলীগের সদস্য হওয়ার সুযোগ না থাকলেও জেলা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সভাপতির মতো আরও অন্তত ২০ জন বিবাহিত আছেন। সাধারণ সম্পাদক মাহবুব পাড়ি জমিয়েছেন বিদেশে। তার অবর্তমানে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান বিপুকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হলেও তার ছাত্রত্ব নেই। এমনিভাবে কমিটির একাধিক সহ-সভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক... সাংগঠনিক সম্পাদকসহ ২০ ... বিবাহিত ছাড়াও প্রায় ৫০ জন ... হারিয়েছেন। তারা ব্যবসা-... ঢুকেছেন এবং মূল সংগঠন ... লীগ ও যুবলীগের সঙ্গে যুক্ত... ভাগ্যান্বেষণে বিদেশে গেছে... জেলা ছাত্রলীগের এই ... গ্রহণযোগ্য না হওয়... অভ্যন্তরে বিক্ষোভ দানা... ছাত্র সদস্যরা দাবি ... সরিয়ে প্রকৃত ছাত্র... গঠনের। ... সংগঠনের ছাত্র ... মেয়াদোত্তীর্ণ অছা... গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছে... সরকারি এম এম কলেজ, সরকারি সিটি কলেজ ও অন্যান্য শাখা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। যা প্রকাশ্য রূপ নেয় গত ৩০ জানুয়ারি। ওই দিন এম এম কলেজে নবাগত ছাত্রদের শুভেচ্ছা জানাতে জেলা ছাত্রলীগের ছাত্র ও অছাত্র গ্রুপ মিছিল করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু মিছিলের নেতৃত্ব নেয়া নিয়ে দু'গ্রুপে উত্তেজনা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সুখেন মজুমদার ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান বিপুসহ কয়েকজন হামলার শিকার হন। হামলা হয় কলেজ এলাকায় ছাত্রলীগ নেতা আবদুর রহমানের বাড়িতেও। তার বাড়ি ভাঙচুর করা ছাড়াও বৃদ্ধ মাকে গালি গালাজ করা হয়।

জেলা ছাত্রলীগ সূত্র জানায়, এম এম কলেজের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এম এম কলেজ ছাত্রলীগ শাখার নয় ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তারা হলেন- মাহমুদ হাসান মিল্টু, জয়ন্ত বিশ্বাস, জাকির হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান মামুন ও আরিফ। শোকজ করা হয়েছে চারজনকে। তারা হলেন- মহিউদ্দিন আহমেদ মুক্ত, তরিকুল ইসলাম, বিপুল ও সোহেল।

এদিকে ছাত্রলীগ এম এম কলেজ শাখার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কলেজের সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির নেতৃত্বে ছাত্রলীগ নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলে আসছে। এ কমিটিতে জেলা কমিটির অছাত্র, অরাজনৈতিক, মাদকাসক্ত, ছিনতাইকারী ও টেন্ডারবাজ নেতাদের মতো লোক ঢোকানোর অপকৌশল হিসেবে ছাত্রদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করা হচ্ছে। তাদের ইন্ধনে কলেজে ছাত্রলীগ নেতাদের ধাওয়া করা হলে পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

এম এম কলেজ ছাত্রলীগ সাংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সুখেন মজুমদার, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান বিপু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লুৎফুল কবির বিজু ও সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম জুয়েলকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। এই বহিষ্কার ও অবাঞ্ছিত ঘোষণার বিষয়কে কেন্দ্র করে যশোরে ছাত্রলীগ প্রকাশ্য দুটি বিবদমান গ্রুপে রূপ নিয়েছে। উভয় পক্ষের বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি ও মিছিল-মিটিংয়ে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। জেলা ছাত্রলীগের কয়েকজন বিবাহিত ও অছাত্র নেতা 'সংবাদ'কে বলেছেন, আমরা তো নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে চাই, কিন্তু সম্মেলন না হলে কী করার আছে। তারা আরও বলেছেন, সংগঠনের কাজে গতি আনতে হলে অবশ্যই অছাত্রদের নেতৃত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে